ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা ভোট ৩০ অক্টোবর

ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সর্বশেষ জনমত জরিপগুলোতে লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা প্রথম রাউন্ডে বিরাট ব্যবধানে জিততে যাচ্ছেন— এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

তবে অপ্রত্যাশিত শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে প্রতিদ্বন্দ্বী জাইর বলসোনারো তা ভুল প্রমাণ করেছেন।

ফলে লুলা না বলসোনারো, কে হবেন ব্রাজিলের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তা নির্ধারিত হবে রানঅফ বা দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটে।

দেশটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ রোববার জানিয়েছে, ৩০ অক্টোবর রানঅফ ভোট নেওয়া হবে। খবর রয়টার্সের।

ব্রাজিলের জাতীয় নির্বাচনি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ৯৫ শতাংশ ভোট গণনার পর দেখা গেছে ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বলসোনারো পেয়েছেন ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট।

কোনো প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় নির্বাচন দ্বিতীয় রাউন্ডে গড়াচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ফুটবল মাঠে পদদলিত হয়ে নিহত বেড়ে ১৭৪

ইন্দোনেশিয়ায় একটি ফুটবল ম্যাচে দর্শকদের দুই গ্রুপের মারামারির জের ধরে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসে পালাতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও পায়ের নীচে পিষ্ট হওয়ার ঘটনায় সিহত বেড়ে ১৭৪ জনে

দাাঁড়িয়েছে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১৮০ জনের বেশি দর্শক। খবর এনবিসির।

পূর্ব জাভা প্রদেশে শনিবার রাতের অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচটিতে স্বাগতিক দল পরাজিত হওয়ার পর এটির সমর্থকরা মাঠে নেমে আসলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মালাং শহরে ফুটবল খেলায় হারজিত নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। মালাং স্টেডিয়ামে আরেমা এফসি ও পেরসেবায়া সুরাবায়া নামের দুটি ফুটবল ক্লাবের মধ্যে খেলা চলছিল।

খেলায় আরেমাকে ৩–২ গোলে হারায় পেরসেবায়া। দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে পেরসেবায়ার কাছে এই প্রথম কোনো ম্যাচে হারল আরেমা।

খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে আরেমা দলের সমর্থকরা মাঠে নেমে আসার পর তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।

এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিছু মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং নিরীহ লোকজন প্রাণভয়ে দিগ্বিদিগ ছুটতে থাকে।

এ সময় ভিড়ের চাপে বহু মানুষ মাটিতে পড়ে যায় এবং তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সরকার।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সাবিনাদের শিরোপা জয়

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেরা ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

সোমবার নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ৩-১

গোলে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ। এনিয়ে পাঁচবার সাফের ফাইনালে খেলে শিরোপা হাতছাড়া করে নেপাল।

১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দশরথের গ্যালারি ছিল কাণায় কাণায় পূর্ণ। গ্যালারিতে নেপালি সমর্থকদের আধিপত্য। নেপালে থাকা বাংলাদেশি সমর্থকরা সংখ্যায় কম হলেও এসেছেন সাবিনা-কৃষ্ণাদের জন্য গলা ফাটাতে।

ম্যাচ শুরুর ঘণ্টা দুয়েক আগে ভারি বৃষ্টিতে মাঠ হয়ে যায় কর্দমাক্ত। ফলে দুই দলেরই সমস্যা হয় বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে। তারপরও শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় বাংলাদেশ।

ডান পায়ের চোট থাকায় সিরাত জাহান স্বপ্না খেলতে পারছেন না। তার অপরিবর্তে খেলছেন শামসুন্নাহার জুনিয়র। ১৪ মিনিটে তার দুর্দান্ত গোলে আনন্দে ভাসে বাংলাদেশ।

সানজিদা খাতুনের শট এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে পেয়ে যান মনিকা। একজনকে কাটিয়ে বাইলাইনের একটু উপর থেকে তিনি ক্রস বাড়ালেন বক্সে, শামসুন্নাহারের দুরন্ত ফ্লিকে জাল খুঁজে পায়। টুর্নামেন্টে নেপালের জালে এটাই প্রথম গোল।

গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে নেপাল। মাঝমাঠে মারিয়া-মনিকার নিয়ন্ত্রণে একটু টান পড়ে; ফলে বাংলাদেশের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে স্বাগতিকরা। কিন্তু পোস্টের নিচে রুপনা ছিলেন দারুণ ক্ষিপ্র, বিশ্বস্ত। ২৩তম মিনিটে অনিতার শট প্রথম দফায় আটকে দ্বিতীয় দফায় গ্লাভসে নেন তিনি।

৩৪তম মিনিটে আবারও রুপনার ঝলক। বক্সের বাইরে অনিতার ছোট ফ্রি কিকে দিপা সাশির শট ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান গোলরক্ষক। এই কর্নার থেকে ডিফেন্ডারদের দৃঢ়তায় বেঁচে যায় বাংলাদেশ। গোললাইন থেকে বিপদমুক্ত করেন ডিফেন্ডাররা।

৪১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের ভুলে বল পেয়ে অধিনায়ক সাবিনা পাস বাড়ান কৃষ্ণার উদ্দেশে। প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে স্বাগতিক নেপাল অত্যন্ত চাপে রাখে বাংলাদেশকে। সেই

চাপের ধারাবাহিকতায় ৭০ মিনিটে আনিতা বেসন্ত নেপালকে গোল করে ম্যাচে ফেরান। সংঘবদ্ধ এক আক্রমণে বক্সের মধ্যে প্রবেশ করে কোনাকুনি শটে রুপনা চাকমাকে পরাস্ত করেন।

নেপাল আরও এক গোল দিয়ে সমতা আনার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রাণী সরকার গোল করে বাংলাদেশকে জয়ের সুবাতাস দেন। ৭৭ মিনিটে মিডফিল্ড থেকে পাওয়া থ্রুতে তিনি আগুয়ান গোলরক্ষককে দারুণভাবে পরাস্ত করেন। কৃষ্ণার এই গোলেই বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

নেপালে ভূমিধসে মৃত্যু ১৪, নিখোঁজ ১০

নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে কমপক্ষে ১৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এঘটনায় আরও ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এতথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে প্রায় সাড়ে ৪০০ কিলোমিটার পশ্চিমে আচ্ছাম জেলায় ভূমিধস হয়।

পুলিশের মুখপাত্র দান বাহাদুর কার্কি জানিয়েছেন, ভূমিধসে ৫টি ঘর মাটিচাপা পড়েছে, উদ্ধারকর্মীরা কর্দমাক্ত জঞ্জাল সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করেছেন। তাদের দ্রুততার সঙ্গে কাছাকাছি একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ ১০ জন জঞ্জালের নিচে আটকা পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাহাদুর কার্কি আরও বলেন, ১০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের সন্ধানে উদ্ধারকর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন।

এদিকে চীনের বার্তা সংস্থা সিনহুয়া প্রতিবেদনে বলছে, ভূমিধসের ঘটনায় ১৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। দুযোর্গের কবলে পড়ে এখনো আরও ৬

জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর, বর্ষা মৌসুমে ভারি বৃষ্টির কারণে নেপালে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। দেশটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে এ পর্যন্ত ভারি বৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধসে ৪৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন আরও ১২ জন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

গা ঢাকা দিয়েছে এজেন্টরা, কৌশলে অন্যত্র থেকে চালানো হচ্ছে লেনদেন, সর্বস্ব হারাচ্ছেন জুয়া খেলোয়াড়রা

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী ইউপি চেয়ারম্যান, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক মর্যাদার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের নাম পরিচয় দেওয়া হলো না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও

যুবকরা। গত এক মাসে শুধুমাত্র একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হয়েছে এক কোটি ৪৩ লাখ টাকা। সম্প্রতি জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাদল হালদারের ছেলে নিমাই হালদার ও গোপালপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল (৩৬) ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য জানতে পারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে জিজ্ঞাসাবাদে সাইবার ক্রাইমকে জানিয়েছে, মেহেরপুর জেলাসহ বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার (ওয়ানএক্সবেট) এর মাষ্টার এজেন্ট কোমরপুর গ্রামের কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব। এছাড়া এই সাইটের নবাবের নেতৃত্বে রয়েছে অনলাইন জুয়ার সাথে রয়েছে আরো ১৫ জন সাব এজেন্ট। যাদের নামে মামলাও হয়েছে। তারা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন।

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে দুই জুয়াড়িকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন। বাকিদের আটক অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি পুলিশের একটি

সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।

বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল অনলাইন জুয়া চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।
সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, রয়েল নামের ওই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতারের পর দায়ের করা হয় মামলা। মামলাটি তদন্তের একপর্যায়ে এই চক্রের সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য, তাদের ২৩০টি জুয়ার সাইটের মালিক ও

তাদের এজেন্ট সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।
তিনি আরো জানান, একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম। এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত দুই এজেন্টকে আটক করা হয়েছে। জড়িতদের আটকে অভিযান চলছে। অভিযানের পর থেকে এজেন্টরা গা ঢাকা দিয়েছেন।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও উঠে এসেছে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগরের কোমরপুর, গাংনী শহর, তেরাইল, সদরের সাহেবপুর, ইসলামপুরসহ বেশ কয়েকিট এলাকার দুই ডজন অনলাইন এজেন্টের তথ্য। পরবর্তি পর্বে থাকবে সে অনুসন্ধানের বিস্তারিত।

আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হলেন চার্লস

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে তার জ্যেষ্ঠ সন্তান তৃতীয় চার্লসকে রাজা ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের সেন্ট জেমসেস প্রসাদে বিস্তৃত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রিন্স চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জকে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয় সময় সকালে সেন্ট জেমসেস প্রসাদে অ্যাকসেশন কাউন্সিল নামে একটি আনুষ্ঠানিক পরিষদের সামনে রাজা হিসেবে তৃতীয় চার্লসের অভিষেক হয়।

এই অ্যাকসেশন কাউন্সিল ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য, দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ এবং ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপকে নিয়ে গঠিত। সেন্ট জেমসেস প্রসাদ ঘোষিত সার্বভৌম রাজার সরকারি বাসভবন।

তৃতীয় চার্লসকে রাজা ঘোষণার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের নেতা পেনি মর্ডান্ট রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যু ঘোষণা করেন।

বিবিসি জানিয়েছে, তৃতীয় চার্লসকে রাজা ঘোষণার পর ঘোষণায় স্বাক্ষর করা শুরু হয়। প্রিন্স উইলিয়াম ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস এবং আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি তা প্রত্যক্ষ করেন।

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, ডেভিড ক্যামেরন, বরিস জনসন এবং টেরিজা মে-কে স্বাক্ষর করার জন্য অপেক্ষমানদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে ইতোমধ্যে আশপাশে জড়ো হয়েছেন বহু মানুষ। প্রাসাদের বাইরের গেটের দিকে ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। উপস্থিতরা বলছেন, তারা রাজা তৃতীয় চালর্সের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করেই জড়ো হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ৯৬ বছর বয়সে মারা যান রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তার মৃত্যুর পর পরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রিটেনের রাজা হন প্রিন্স চার্লস। তবে রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে আজ তার নাম ঘোষণা করা হল।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা গেছেন

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা গেছেন। লন্ডনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বাকিংহাম প্যালেস তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, বালমোরাল ক্যাসেলে বৃহস্পতিবার (০৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছেন রানি। স্কটল্যান্ড থেকে তার মরদেহ শুক্রবার লন্ডনে আনা হবে।

বেশ কিছু দিন ধরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ভালোভাবে হাঁটাচলাও করতে পারছিলেন না। স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসলে অবস্থান করছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার পর বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিতে রানির অসুস্থতার কথা জানায়।

রানির অসুস্থতার খবর পেয়ে বালমোরাল প্যালেসে ছুটে যান তাঁর চার ছেলেমেয়ে— যুবরাজ চার্লস (৭৩), রাজকুমারী অ্যান (৭২), যুবরাজ অ্যান্ড্রিউ (৬২), যুবরাজ এডওয়ার্ড (৫৮) এবং চার্লসের বড় ছেলে যুবরাজ উইলিয়াম। সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে যান উইলিয়ামের ভাই হ্যারি এবং তাঁর স্ত্রী মেগান।

মঙ্গলবারই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে লিজ ট্রাসকে নিয়োগ করেছিলেন রানি এলিজাবেথ। প্রথা ভেঙে বাকিংহামের পরিবর্তে বালমোরাল প্রাসাদে বসেই নতুন প্রধানমন্ত্রীকে ট্রাসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রানি এলিজাবেথ।

সবচেয়ে বেশি সময় (৭০ বছর) ধরে স্বীয় পদে থাকা এলিজাবেথ রাজ সিংহাসনে বসেন ১৯৫২ সালে। রানির মৃত্যতে তাঁর বড় ছেলে প্রিন্স চার্লস (সাবেক প্রিন্স অব ওয়েলস) ব্রিটেনের নতুন রাজার মুকুট মাথায় পরবেন।

১৯২৬ সালের ২১ এপ্রিল রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ লন্ডনের মেফেয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সময়কালে ব্রিটেনের ১৫ জন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন রানি, যাদের মধ্যে উইনস্টন চার্চিলও ছিলেন।

জাতীয় ভলিবল দলের সর্ব কনিষ্ট খেলোয়াড় মেহেরপুরের পারভেজ

বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের সর্ব কনিষ্ট খেলোয়াড় গাংনীর পারভেজ আহমেদ। গতকাল (২১ আগষ্ট) এশিয়ান পুরুষ অনূর্ধ্ব-২০ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে বাহরাইনের মানামার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দল। এই দলেই খেলবে গাংনীর কৃতি খেলোয়াড় পারভেজ আহম্মেদ।

আজ ২২ অক্টোবর উদ্বোধনী দিনে ইরাকের বিপক্ষে খেলবে এই দলটি। এছাড়া আগামী ২৪শে আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে বাংলাদেশ।

অধিনায়ক তানভীর হোসেন বলেন, ‘আমাদের গ্রুপে থাকা শক্তিশালী ইরাক ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াই করতে চাই। এই দুই দলের সঙ্গে একটি ম্যাচ জিততে পারলেই পরের পর্ব নিশ্চিত হবে। এই টুর্নামেন্টে ৬ গ্রুপে ১৮টি দল অংশ নিচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের ইরানী কোচ আলীপোর আরোজির অধীনে অন্যান্য খেলোয়াড়ের সাথে এক মাস অনুশীলন করেছেন পারভেজ আহম্মেদ। উদীয়মান এই তারকা পারভেজ আহম্মেদকে নিয়ে এখন উচ্ছাসিত গাংনীর ক্রীড়াঙ্গণ।

গাংনী উপজেলা ভলিবল দলের অবৈতনিক কোচ জাতীয় ভলিবল ফেডারেশনের অন্যতম সদস্য আতর আলী এবং বাংলাদেশ আর্মি ভলিবল দলের সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মো: আফজাল হোসেন বলেন এটা গাংনীবাসির জন্য একটি গর্বের বিষয়। তারা বলেন, পারভেজ আহমেদ গাংনী উপজেলা ভলিবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। জাতীয় ভলিবলে সুযোগ পেয়ে গাংনীকে আবারো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেলো।

পারভেজ আহম্মেদ গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমা হলপাড়া এলাকার সোহরাব হোসেনের ছেলে। ২০২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় গাংনী প্রি-ক্যাডেট হাইস্কুল থেকে অংশ গ্রহণ করবে সে।

ইউক্রেনের দক্ষিণ দিকে দোনবাসে চলছে রাশিয়ার হামলা

রাশিয়া ইউক্রেনের দক্ষিণ দিকে বিশেষ করে খেরসনে সেনা জড়ো করা অব্যহত রেখেছে৷ সঙ্গে দোনেৎস্কে ইউক্রেনের সামরিক স্থাপনার ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে৷

মঙ্গলবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে নিজেদের প্রকাশিত সর্বশেষ আপডেটে এমন তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়৷

তবে রুশ সেনারা দোনবাসে খুব বেশি সফলতা পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা৷

তারা তাদের দেওয়া তথ্যে জানিয়েছে, দোনবাসের বাখমুতেই সবচেয়ে সাফল্য পেয়েছে রুশ সেনারা৷ কিন্তু শেষ ৩০ দিনে বাখমুতে মাত্র ১০ কিলোমিটার এগুতে পেরেছে তারা।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের গোয়েন্দা তথ্যে আরও বলেছে, দোনবাসের অন্যন্য অঞ্চলে যেখানে রুশ সেনারা ইউক্রেনের প্রতিরোধ ভেঙে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে, সেসব স্থানে গত ৩০ দিনে তিন কিলোমিটার পথও এগুতে পারেনি তারা। এটা প্রায় নিশ্চিত যে পরিকল্পনা অনুযায়ী এ অঞ্চলে রুশ সেনারা সফলতা পাচ্ছে না।

সূত্র: আল জাজিরা

ম্যাকগাইভার’ তারকা ক্লু

গুলাগার মারা গেছেন

বিশ্বজুড়ে আলোচিত টিভি সিরিজ ‘ম্যাকগাইভার’ তারকা ক্লু গুলাগার মারা গেছেন। (০৫ আগস্ট) ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন এই অভিনেতা।

বার্ধক্যজনিত কারণেই গুলাগারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। মৃত্যুকালে এই অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ক্লু গুলাগারের মৃত্যুর খবরটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তার জামাতা দিয়ানে গোল্ডনার।

প্রায় সাত দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১৬৫টি টিভি সিরিজ ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন গুলাগার। ‘ম্যাকগাইভার’- তীর চরিত্রের নাম ছিল ‘ওয়াল্ট কিরবি’। এছাড়াও তিনি ‘দ্য ভার্জিনিয়ান’ ও ‘দ্য রিটার্ন অব লিভিং ডেড’সহ বেশ কয়েকটি সিরিজ ও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য আলোচিত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘ম্যাকগাইভার’ দুইবার প্রচারের সুবাদে এ দেশের দর্শকের কাছেও আলাদা পরিচিতি পেয়েছিলেন গুলাগার।

পঞ্চাশের দশকে অভিনয় শুরু করেছিলেন গুলাগার। তাকে সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কোয়েন্টিন টারান্টিনোর ‘ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমায় দেখা গেছে গুলাগারকে।